আজকের কাগজ

22 SEP 1993

তারিখ 22 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষকদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

বিনোদ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি (১৫ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের পবিত্র অঙ্গনে দাঁড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষকদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সমাপ্তি টেনে শিক্ষামন্ত্রী এই কথা দিয়েছেন। এর, ফলে শিক্ষকরা কতখানি আশ্বস্ত বা নিশ্চিন্ত হবেন আমরা জানি না। এমনকি সামগ্রিকভাবে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতিরও কতখানি উন্নতি সাধন হবে বলা মুশকিল।

ইতোপূর্বেও শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা, উন্নততর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এবং সর্বদলীয় ভিত্তিতেও অনেক আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন মহলের তরফ থেকে এ জাতীয় অনেক অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়েছে কিন্তু সব আলোচনা এবং অঙ্গীকার কেবলমাত্র কিছু শুভেচ্ছা বাক্য হিসাবে দু'একটি সংবাদপত্রের পাতায় স্থান নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মনের কোণ থেকেও ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে। প্রায় সকল শিক্ষাঙ্গনেই বিশেষত নির্দিষ্ট কিছু উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস তথা অস্ত্রের ঝনঝনানি এতই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে যে এবং তার দাপটে সম্মানিত শিক্ষকরা পর্যন্ত সর্বক্ষণ ত্রাহি ত্রাহি করেন যে সেরূপ এক অবস্থায় এইসব অঙ্গীকার কারো মনে থাকার নয়।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক ছাত্রের হাতে শিক্ষকদের শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে যে আলোচনা হলো সে ঘটনাটি ঘটেছিলো কিন্তু ২৯ জুলাই। অর্থাৎ প্রায় ১৮ দিন পর বেদনাদায়ক এই ব্যাপারটি নিয়ে একটি অর্থপূর্ণ আলোচনা হলো এবং সরকারের কাছ থেকে মোটামুটি একটি অঙ্গীকারও পাওয়া গেলো। কিন্তু জাতীয় সংসদের অধিবেশন যদি আরো বেশ কিছুদিন পরে বসতো তবে এই আলোচনাও যে বিলম্বিত হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ যাবত সরকার পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে নানা রকমভাবে এটাকে ধামা চাপা দেয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সংসদে বিতর্ক চলাকালে বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেছেন; 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার জন্য সরকারী দলের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত অথচ। তারা তা না করে সন্ত্রাসীদের সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রেখে চলেছেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে সমগ্র জাতি আজ বিপন্নবোধ করছে।

এসবের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা কোন শিক্ষককে গ্রেফতার করবো না। ছাত্ররা যাতে এরপরে কোন শিক্ষকের গায়ে হাত তুলতে না পারে সে ব্যবস্থা আমরা নেবো। যে গ্যারান্টি বিরোধী দল চাইছে সে গ্যারান্টি আমি নিজে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিচ্ছি। এখানে শিক্ষকদের গ্রেফতার না করার কথাটি কেন আসলো সেটা অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একজন ছাত্র বাদী হয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও একটি মামলা দায়ের করেছে। শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চয়ই সেই মামলার ব্যাপারে কাউকেও গ্রেফতার করা হবে না বলে হয়তো বলতে চেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেছেন, শিক্ষকদের দাবী অনুযায়ী অভিযুক্ত ২১ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। চার্জশীটও দেয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ও ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বাকি ১৫ জনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। ধরা না পড়লেও অনুপস্থিতিতে তাদের বিচার করা হবে। এভাবে শিক্ষামন্ত্রী বুঝাতে চেয়েছেন, শিক্ষকদের মূল দাবি পূরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফেডারেশন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে তারা জাহাঙ্গীরনগর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-নামধারী সন্ত্রাসীদের অকল্পনীয় হামলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের (ছাত্র) শাস্তি দাবী করেন। সব শিক্ষাঙ্গনে বিরাজিত অস্থিতিশীল ও অনাকাংক্ষিত পরিস্থিতির আশু অবসানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যেও তারা দাবি জানান। স্মারকলিপির এক জায়গায় তারা উল্লেখ

আজকের কাগজ

তারিখ 22 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

আমরাও প্রত্যাশা করবো সংশ্লিষ্ট সকল মহল থেকে যেন শিক্ষকদের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যেই শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার হলে নকল ধরতে গেলেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারাবার মত বিপদের সম্মুখীন হন, যে পরীক্ষক পাশের বা আকাংক্ষিত নম্বর না দিলে চরম হুমকির সম্মুখীন হন সেরূপ অগণিত শিক্ষককে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?? এবং সে নিরাপত্তা কি কখনো তাদেরকে দেয়া যাবে??

করেছেন যে, কর্তৃপক্ষ বা প্রভাবশালী মহল বিশেষের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষণের ফলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুর্ভোগই শুধু বাড়েনি শিক্ষকদের মান-মর্যাদাও এই সন্ত্রাসীদের হাতে দিন দিন অবলুণ্ঠিত হয়েছে, হচ্ছে। কারণ তাদের মতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য চেয়েও তাদের (পুলিশ) কাছ থেকে কোনরূপ সহায়তা লাভ করেনি।

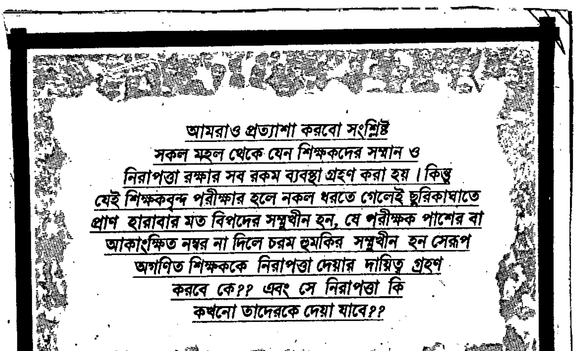

এখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রদত্ত স্মারকলিপির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এতে বলা হয়েছে, ". . . . . . . সন্ত্রাসীদের তৎপরতার কারণে স্কুল কলেজে পর্যন্ত নাভিশ্বাস উঠেছে। গত প্রায় ১ মাসে দেশের ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ হয়েছে, বন্ধ হয়েছে ৮টি প্রতিষ্ঠান, একাধিক জায়গায় শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কৃষি, প্রকৌশল, ইসলামিক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে তা একই সাথে পীড়াদায়ক ও লজ্জাজনক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নামধারীরা সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে আহত করেছে শিক্ষকদের। এক শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হয়নি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একটি সিলেকশন মিটিং চলাকালে লাঞ্ছিত হয়েছেন চাকসুর জনৈক ছাত্রনেতার হাতে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীরা রাতে উপাচার্যের বাসায় হামলা চালিয়েছে। 'এই সন্ত্রাসীরা এমন হুমকিও দিয়েছে যে, তাদের কথা না শুনলে তারা জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনার চেয়েও বড় কিছু ঘটাবে প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।''

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলায় ১০ জন সম্মানিত শিক্ষক আহত হওয়া ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুমানিক ২ কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে বলে প্রকাশ সেই হামলায় নেতৃত্বদানকারী এক নেতা নাকি ১০ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শিক্ষকদেরকে সন্ত্রাসী বলে প্রমাণ করতে চাইছে। শিক্ষকরা তাদের স্মারকলিপিতে একথাও উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্য যে, এই মামলা নাকি দায়ের হয়েছে ডাকযোগে।

এতসবের পরেও শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত নিশ্চয়তায় কতখানি নিরাপত্তাবোধ করতে পারবেন বলা মুশকিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ধরতে গেলেতো আজ বহু বছর ধরে এক ধরনের সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়েই আছে। এই অবস্থা থেকে সরকার বা অন্য কোন মহলই তো আজ পর্যন্ত এই শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করতে পারেননি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও যে এর চেয়ে বেশি উন্নত নয় তা সর্বজনবিদিত। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংলগ্ন হলগুলোতে সন্ত্রাসতো স্থায়ী আসন গেড়ে বসেই আছে। হালে নতুন আতঙ্ক নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দকে নানা সক্রিয় পদক্ষেপে নামতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়া ছাড়াও তারা ইতিমধ্যে কর্মবিরতিও পালন করেছেন। এসবের ফলেই হয়তো সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। সংসদীয় আলোচনায়ও তার প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

আমরাও প্রত্যাশা করবো সংশ্লিষ্ট সকল মহল থেকে যেন শিক্ষকদের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যেই শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষার হলে নকল ধরতে গেলেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারাবার মত বিপদের সম্মুখীন হন, যে পরীক্ষক পাশের বা আকাংক্ষিত নম্বর না দিলে চরম হুমকির সম্মুখীন হন সেরূপ অগণিত শিক্ষককে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?? এবং সে নিরাপত্তা কি কখনো তাদেরকে দেয়া যাবে?? তাদের প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মান দানের কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো। আসলে শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা না গেলে শিক্ষকদেরকেও নিরাপত্তা দেয়া যাবে না, আর সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করা অসম্ভব।

বিনোদ দাশগুপ্ত : কলাম লেখক, সাংবাদিক।